

নাজমুল বেহুদা।

নাজমুল বেহুদা-র সাম্প্রতিক মন্তব্য উপলক্ষ করে সদেরা সূজনের সাম্প্রতিক লেখাটা মর্মস্পর্শী। মাতৃভূমির কলংকিত বর্তমান পরিষ্কার ধরা আছে লেখাটায়। দেশটা প্রায় নরকে পরিণত হয়েছে সবদিক দিয়ে, সন্দেহ নেই। কেন এমন হল, তার কারণগুলোও সবার মোটামুটি জানা আছে। একান্তর থেকে এখন পর্যন্ত এমন নেতা কমই আছেন যিনি দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেন নি। জনতা বহুদিন পর্যন্ত এই অবক্ষয় ঠেকিয়ে রেখেছিল কিন্তু বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও অবশ্যস্তাবি কারণে শেষ পর্যন্ত এর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। শরীর যদি অসুখ মেনে নেয় তবে ওষুধের পক্ষে কাজ করা মুশকিল হয়ে পড়ে। কাজেই হঠাৎ এই আবস্থার উন্নতি আশা করা যায় না।

দেশের এই নারকীয় বর্তমান অনেক আগেই বেশ কিছু অভিজ্ঞ চোখে ধরা পড়েছিল এবং তাঁরা জাতিকে বার বার সতর্ক করে দিচ্ছিলেন। কাজ হয় নি কারণ সব সময় ক্ষমতায় বসেছিল দুর্নীতিপরায়ণ, লজ্জাহীন ও অযোগ্য মানুষেরা। সংসদে এই তিনের সমন্বয় যে কোন জাতির জন্য মারাত্মক আত্মঘাতি। কাজেই যা হয়েছে হচ্ছে তার সমূহ কারণ আছে। গত বত্রিশ বছর ধরে বেহুদা-রা যা বলেছেন করেছেন সেগুলো যে সর্বৈব মিথ্যা ও ঠকবাজী তা তাঁরাও জানেন। তাঁরা এ-ও জানেন যে একান্তরের মানুষ সে মিথ্যাগুলো বুঝতে পারলেও অনেক কারণে অনেক মানুষের সমর্থন তাঁরা পাবেন। আর তাঁরা এ-ও জানেন যে এ দেশে জবাবদিহিতা বলে কিছু নেই। কাজেই মাঠেঃ।

গত বত্রিশ বছরের ক্রমানুপাতিক পরিবর্তনগুলোকে দিগদর্শন হিসেবে ধরলে ভবিষ্যতের কিছু নিয়তি স্পষ্ট হয়। সংখ্যালঘিষ্ঠ জামাত সাংসৃতিক দিক দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিএনপিকে নাগীনীর্ মত পুরোটাই কুক্ষিগত করে নেবে অর্থাৎ বিএনপির হাত দিয়েই নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করে নেবে, আওয়ামী-ত্রাসের জন্য শত-বাগড়াতেও জামাত-বিএনপি পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে থাকবে, আওয়ামী লীগ সে বাঁধন ভাঙতে পারবে না যদি না সে জামাতকে অনেক বড় একটা ছাড় দেয় (আ-লীগের পক্ষে সেটা সম্ভব), তেমন মূল্য পেলে জামাত বিএনপি ছেড়ে আ-লীগের ঘাড়ে চেপে বসবে, বর্তমানের নড়বড়ে বিচার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একেবারেই ধ্বসে পড়বে, হিন্দুরা প্রায় সবাই ভারতে চলে যাবেন (জামাত এটা চায়), অন্যান্য সংখ্যালঘুরা খুন ও ধর্ষিতা হতে থাকবেন, তাঁদের সম্পত্তি আরও বেদখল হতে থাকবে, প্রকৃতপক্ষে দেশ শাসন করবে দেশের রক্তে রক্তে ছড়িয়ে থাকা হিংস্র মাস্তানের দল ও পুলিশ, এ ব্যাপারে সংসদ ও উর্ধ্বতম পুলিশ কর্তারা পঙ্গু হয়ে পড়বে, সামরিক বাহিনী ব্য্রাকেই থাকবেন ইত্যাদি ইত্যাদি। সবচেয়ে বেশী মূল্য দেবেন সব ধর্মের নারীরা। অর্থনীতিটা চলতেই থাকবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ আরও বিখ্যাত হয়ে উঠবে। ধর্মীয় উন্মাদ জাতি হিসেবে পাকিস্তান এখন পৃথিবীর চ্যাম্পিয়ন এবং বিশ্ব-জামাতি-সন্ত্রাসের মেরুদণ্ড। তার সক্রিয় ধামাধরা চ্যালা হিসেবে বাংলাদেশ হয়ে দাঁড়াবে দু'নম্বর। সার্বিক ব্যর্থতা ঢাকতে সরকারগুলো জাতিকে বিনামূল্যে বেশি বেশি রাজনৈতিক ইসলাম উপহার দিতে থাকবেন। আন্তর্জাতিক জামাতি-সন্ত্রাসের ঘাঁটি দেশের ভেতরে বহুদিন থেকেই পেকে উঠছিল, এটা আরও বাড়বে। এ থেকে জাতিকে মুক্তি দেবার ক্ষমতা কোন সরকারেরই হবে না। দুনিয়াজোড়া আঘাতের চাপে পিছু হটে আসছে বিশ্বসন্ত্রাসি-রাজনৈতিক ইসলাম, বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া-ইন্দোনেশিয়াতে তাদের সাদর আশ্রয় মিলবে। দেশে খুব চালাকির সাথে সরকারী শাসনযন্ত্রে ইতিমধ্যেই বসানো হয়েছে প্রচুর জামাতিদের, সামরিক বাহিনীর নিম্নস্তরের জওয়ানদের মধ্যে মাদ্রাসা-পাশ ছেলেদের ঢোকানো হয়েছে প্রচুর, ছোট-বড় ইস্যুতে সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে ইসলামী জোশ, ধীরে ধীরে সারা জাতি হয়ে উঠছে ইসলাম-পাগল যদিও শান্তি-সাম্যের ইসলামের সাথে তার কোনই সম্পর্ক নেই, এই উপাদানগুলোকে কাজে লাগানো হবে সর্বশক্তিতে। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে তারা যত পরাজিত হতে থাকবে, দেশের ভেতরে তারা ততই মরিয়া হয়ে উঠবে। সে ক্ষেত্রে আমরা দেশে ইসলামী পুলিশ, ইসলামী গুপ্ত-বাহিনী, ইসলামী গোয়েন্দা সংস্থা ইত্যাদির প্রকট নৃশংসতা দেখতে পাব। ভুল হতে পারে, কিন্তু এগুলো আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস। সুতরাং :-

অতন্দ্র নভে - সূর্য্য-চন্দ্রহীন মগ্ন ভবে, - জোড়করে, -বন্ধ চোখে অন্ধকারে, অপেক্ষা করে আছি সূর্য্যোদয়ের।

ফতেমোল্লা